খবর রাজ্যে/রাজ্যে

বিহারের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিপুল আর্থিক সাহায্য ও স্বশাসনের প্রতিশ্রুতি মোদীর

পাটনা/মোকামা, ১৫ অক্টোবর : এনডিএ-তে ফেরার পর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শনিবার প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একই মঞ্চে বসলেন। স্বভাবতই আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী জনতার উদ্দেশে বললেন, তিনি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মিলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যটিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবেন। বিহারের বিভিন্ন প্রকল্প শেষ করতে কার্যত কল্পতরু হয়ে ৫৩ হাজার কোটি টাকা সাহায্য ঘোষণাও করে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী। এমনকি দিওয়ালি ও ছট উৎসব উপলক্ষে রাজ্যকে উপহার দিলেন ৩,৭০০ কোটি টাকা।

পাটনার পরে প্রধানমন্ত্রী মোকামায় এনডিএ'র একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে নীতীশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরামহীন পরিশ্রমের ফলেই বিহারের মানুষের স্বপ্নপূরণ হবে।

দলের কথা না বলে কার্যত কুমারের কথাই বলেন মোদী। নীতীশ কুমার যে মোকামার উন্নয়ন নিয়ে কতটা আগ্রহী তা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর এই সেন্টিমেন্টকে শ্রদ্ধা করেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মোকামার মানুষের স্বপ্নপূরণের জন্য কাজ করে রাজ্য সরকার। এদিন তিনি নমামি গঙ্গে প্রকল্পের জন্য চারটি পয়ঃপ্রণালী প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়া চারটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি চালু হওয়া অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস চালু হওয়ার কথাও টেনে আনেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিহারের সঙ্গে পূর্ব ভারত এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তে যোগাযোগের উন্নতি করবে এই প্রকল্প। সাধারণ মানুষকে আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, চমৎকার যোগাযোগ উন্নয়নের কাজে সাহায্য করে। বোঝাই যায়, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝাপড়ার প্রসঙ্গই তিনি টেনে এনেছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে এলেও এদিন দিনভর পাটনায় ছিলেন তিনি। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের ১০টি সরকারি এবং ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করতে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বশাসন দিতে ১০ হাজার কোটি টাকা সাহায্য করবে।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, তিনি লক্ষ করেছেন, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল সার্ভিসের শীর্ষে থাকা ছাত্রছাত্রীরা আসছেন। দিল্লিতে তিনি বহু আইএএস অফিসারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন যারা বিহার থেকে পাস করেছেন। মোদীর মতে, বিহারের মানুষ পেয়েছেন 'জ্ঞান' ও 'গঙ্গা'র আশীর্বাদ। এই অনুপম রাজ্যটি একইসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও সৃজনশীল শিক্ষা দিয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করলেও আরজেডি সভাপতি ও বর্তমানে বিরোধী নেতা লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী মিলে বিহারের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। কেন্দ্র কোনওদিনই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে মর্যাদা দেবে না।

গঙ্গাদূষণ রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, মোদী ও যোগী সরকারের কাছে জানতে চাইল এনজিটি

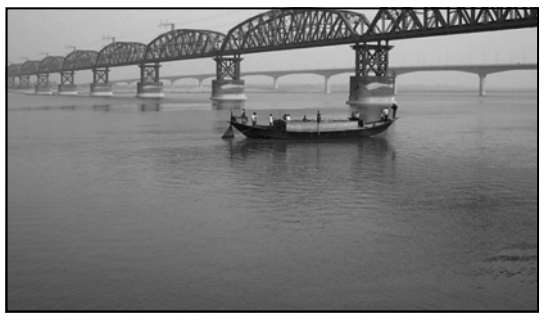

নয়াদিল্লি/লখনউ, ১৫ অক্টোবর : কেন্দ্র উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সরকারের কাছে গঙ্গাদূষণ রোধে তারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, জানতে চাইল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। গোমুখ থেকে উন্নাও পর্যন্ত গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন করার যে নির্দেশ ট্রাইব্যুনাল দিয়েছিল, সে সম্পর্কে তারা কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে জানানোর জন্য রীতিমতো হলফনামা দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে এনজিটি। ট্রাইব্যুনাল কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন, গত দু'বছরে গঙ্গাকে পরিষ্কার করতে কেন্দ্রীয় সরকার ৭০০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। অথচ হরিদ্বার থেকে উন্নাও পর্যন্ত গঙ্গা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

গ্রিন প্যানেল তাদের রায়ে বলেছে, গঙ্গাকে নতুন করে সংস্কারের জন্য ১০০ মিটার এলাকাকে 'নো ডেভেলপমেন্ট জোন' ঘোষণাকে নির্দেশ দিয়েছে। হরিদ্বার থেকে উন্নাও পর্যন্ত নদীর ৫০০ মিটারের মধ্যে কোথাও নোংরা বা বর্জ্য পদার্থ ফেলা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে গ্রিন প্যানেল।

এনজিটি-র চেয়ারপার্সন বিচারপতি সায়ন্তনতার কুমার সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির কাছে জানতে চেয়েছেন, কানপুর থেকে উত্তর প্রদেশের সীমানা পর্যন্ত ফেজ-২ পর্যায়ে যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ছিল সেইসব ব্যবস্থাগুলিই বা কতদূর এগোল। উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সরকারকে দেওয়ার জন্য তিনি ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা'র ডিজি, জলসম্পদ মন্ত্রকের সচিব, পরিবেশ মন্ত্রকের সচিব, বন ও পরিবেশ দফতরের সচিবদেরও এই চিঠি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। আগামী ২৪ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল গঙ্গা দূষণ রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার পরবর্তী শুনানির দিন নির্দিষ্ট করেছে। ৫৪৩ পাতার নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল যেসব অঞ্চল বন্যাপ্রবণ সেইসব অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকারগুলিকে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হরিদ্বার থেকে উত্তর প্রদেশের উন্নাও পর্যন্ত যে কোনওরকম উন্নয়ন কাজ চলবে না, সেকথাও স্পষ্ট জানিয়েছে ট্রাইব্যুনাল।

প্রসঙ্গত, হরিদ্বারের পর থেকেই কার্যত সাগর পর্যন্তই গঙ্গাতীরে গড়ে উঠেছে বহু কলকারখানা। এইসব কলকারখানার মধ্যেই রয়েছে শ্রমিক-কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা। এছাড়া গঙ্গার তীরে রয়েছে প্রচুর শহর। ফলে তাদের যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ ফেলা হয় গঙ্গায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ট্রাইব্যুনাল সাফ জানিয়েছে, হরিদ্বার থেকে উত্তর প্রদেশের উন্নাও পর্যন্ত 'নো ডেভেলপমেন্ট জোন' হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এই অঞ্চলে কোনওরকম নির্মাণকাজ চলবে না। বাণিজ্যিক বা আবাসিক বাড়ি তৈরি করাও চলবে না। গঙ্গা যাতে দূষিত না হয় সেজন্য ট্রাইব্যুনাল আগেই গঙ্গার তীর থেকে যাবতীয় কলকারখানা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্র, উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার তরফে তাদের আইনজীবীরা সাফ জানান, এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী তারা আগেই জেনেছেন। এমনকি ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার অধিকর্তার কাছে তার কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কার্যত কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের আওতাভুক্ত গঙ্গাতীরগুলিকে এখন দূষণমুক্ত করার কাজ চলেছে। কিন্তু সেই কাজে বিলম্ব হওয়াতে ক্ষুব্ধ ট্রাইব্যুনাল। এবার তারা ফের জানতে চাইল কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে দুই রাজ্য সরকারও গঙ্গাদূষণ রোধে কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাদের মতে, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত না করলে নানাবিধ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির মনোভাবে দ্রুত সংস্কারের বিষয়টি চোখে পড়ছে না। গঙ্গা সংস্কারে দেরি হলে বা দূষণমুক্ত করার কাজকে অযথা ফেলে রাখলে সমূহ ক্ষতির কথাও বলেছে ট্রাইব্যুনাল।

তিরুমালা মন্দির থেকে তাড়ানো হল ২৪৩ ক্ষৌরকারকে

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ অক্টোবর : তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম ট্রাস্ট ২৪৩ ক্ষৌরকারকে কর্মচ্যুত করল। তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে 'টিপস' নেওয়ার অপরাধে কার্যত চাকরি গেল তাদের। কর্তৃপক্ষ ক্ষৌরকারদের হাতে এই ইস্যুতে নোটিস ধরিয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে পুনর্বহালের দাবিতে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা মন্দিরে ক্ষৌরকাররা শনিবার থেকেই বিক্ষোভ শুরু করেছেন। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমের প্রশাসনিক অফিসের ঠিক সামনেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ক্ষৌরকাররা। প্রসঙ্গত, অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলায় অবস্থিত বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত এই তিরুমালা মন্দির ভারতের সবচেয়ে ধনী মন্দির হিসেবে পরিচিত। সেখানে মন্দির দর্শনে এসে মাথা মুড়ানো ভক্তদের প্রায় আবশ্যিক কাজ। আর এজন্য টিটিডি ট্রাস্ট কমপক্ষে ৯৪৩ ক্ষৌরকারকে চুক্তির ভিত্তিতে মনোনয়ন দেয়। ২৪ ঘণ্টাই তারা চুল কাটার কাজ করেন।

ডঃ কালাম সন্দেশবাহিনী ভিশন-২০২০'র ক্ষুদে সদস্যরা রামেশ্বরম থেকে বাসে করে রাষ্ট্রপতি ভবনে এসেছে। রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

চিন ভারতের শক্তি টের পেয়েছে, মিটেছে সব সমস্যা : রাজনাথ

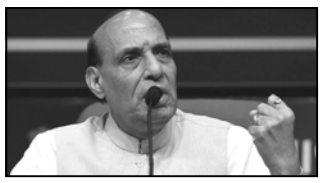

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ভারতের শক্তি টের পেয়েছে বেইজিং। ভারত আর আগের মতো নেই। দেশটি যে এখন প্রবল শক্তিশালী তা বুঝতে পেরেছে তারা। আর বুঝেছে বলেই ভারতের সঙ্গে যাবতীয় বিতর্ক মিটিয়ে নিয়েছে, এই দাবি করেছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ উত্তর প্রদেশের লখনউ শহরে এসেছেন। সেখানে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চিনের প্রসঙ্গে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। চিনের সম্পর্কে নরমে-গরমে মন্তব্য করলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন পাকিস্তানকে। তিনি বলেন, পাকিস্তান সবসময় চেষ্টা করছে জঙ্গিদের যাতে নানাভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। সেই কাজ তারা করে চলেছে বহুদিন ধরে। কিন্তু যখনই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, তখনই পরাস্ত হয় তারা। ভারতকে দুর্বল করতেই পাকিস্তান এই কাজ করে থাকে। কিন্তু ভারতকে তারা দুর্বল করতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, এই প্রথম দেশ এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে যিনি শুধুমাত্র বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছে আটকে না থেকে ব্যাঙ্কগুলির দরজাতেও কড়া নাড়ছেন। যাচ্ছেন গরিব মানুষের কাছে। ২০২২ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী দেশ থেকে দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচি নিয়েছেন। সেদিকে লক্ষ রেখেই চলেছে সরকার।

বেঙ্গালুরু সহ দক্ষিণ ভারতে অবিরাম বর্ষণ, মৃত ৫

লখনউ, ১৫ অক্টোবর : বেঙ্গালুরু সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে রবিবার থেকে বৃষ্টি নেমেছে। একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। থামার বিরাম নেই। ফলে অবিশ্রান্ত বর্ষণে ইতিমধ্যেই কমপক্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃষ্টির ফলে বেঙ্গালুরুর রাস্তাগুলিতে কৃত্রিম গর্ত তৈরি হয়ে জলে ভরে যায়। সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন চারজন। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া উন্নয়নমন্ত্রী কে এল জর্জ, স্থানীয় বিধায়ক এবং বেঙ্গালুরুর পুর কর্পোরেশনকে ১৫ দিনের মধ্যে এই গর্তগুলি সারানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বৃষ্টিজনিত ক্ষতি সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বেঙ্গালুরুর রাস্তায় রাস্তায় এরকম ১৬ হাজার গর্ত রয়েছে। শহরের ডিভানাহাল্লিতে লরির সঙ্গে সংঘর্ষের পর বাইক এরকম একটি গর্তে পড়ে যাওয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন এক মহিলা। কৃত্রিম গর্তগুলির ফলে বেঙ্গালুরুতে পথদুর্ঘটনা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ডিভানাহাল্লির মতোই নয়নগাহাল্লি জংশনেও এরকমই একটি গর্ত এড়াতে গিয়ে এক মহিলার টু-হুইলার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গর্তে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। রাস্তাগুলির উন্নতি এবং পয়ঃপ্রণালী ও নর্দমাগুলি পরিষ্কার করে জমা জল দ্রুত বার করে দেওয়ার জন্য

কর্নাটক সরকার স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিতে কার্যত বাধ্য হয়েছে। কারণ আকস্মিক বৃষ্টিতে এইসব গর্তগুলি ভরে গিয়ে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। এরকম একাধিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের।

বেঙ্গালুরুতে এবার একেবারে গোড়া থেকেই প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। চলতি বছরে গত দু'মাসে অবিশ্রাম বৃষ্টিতে এই পাহাড়ি শহরটি কার্যত স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে। বেঙ্গালুরু ছাড়াও হায়দরাবাদ, মাইসুরু এবং কাছাকাছি অন্যান্য শহরগুলিকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বৃষ্টি মনে করিয়ে দিচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বইয়ের বৃষ্টিকে। মুম্বইয়ে বার বার তিনবার প্রবল বর্ষণের ফলে কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল বাণিজ্যিক নগরী। প্রায় সেরকমই রবিবার থেকে প্রবল বর্ষণের ফলে বেঙ্গালুরু শহরও বেহাল হয়ে পড়েছে।

পূর্ব দিল্লির গাজিপুরে আগুন

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : পূর্ব দিল্লির গাজিপুরে পুর কর্পোরেশনে ময়লা ফেলার বিশাল জমি রয়েছে। সেই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পদার্থেই শনিবার ৬টা নাগাদ আগুন ধরে যায়। ৭ ঘণ্টা পরও ধিকি ধিকি জ্বলছে সেই আগুন। দমকলের একাধিক গাড়ি অনেক চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে আনে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। পূর্ব দিল্লির পুর কর্পোরেশন বিকল্প ময়লা ফেলার জায়গা পেলে এখনও পর্যন্ত ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের অনুমতি পায়নি। ফলে ২০০২ সালে এই জায়গাটি ময়লা ফেলার জন্য আর ব্যবহার করা যাবে না বলা হলেও এখনও পর্যন্ত সেখানেই প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন হাজার মেট্রিক টন ময়লা ফেলা হয়। সম্প্রতি দুই ব্যক্তির মৃত্যুর পর দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের নির্দেশে এই ময়লা ফেলার জায়গাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবুও বেআইনিভাবে সেখানে ময়লা ফেলা চলছিল বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। বিকল্প জায়গা না পাওয়াতেই এই ব্যবস্থা চলছে।

জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন হানিপ্রীত

আম্বালা, ১৫ অক্টোবর : আম্বালা সেন্ট্রাল জেলে কার্যত বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন হানিপ্রীত ইনসান। কড়া পাহারায় তাকে রাখা হয়েছে। পাপার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই অনুমতিও মেলেনি। তাকে রাখা হয়েছে পৃথক একটি সেলে। অবশ্য হানিপ্রীতের সঙ্গে গত কয়েকদিন ছায়ার মতো সঙ্গী ছিলেন তিনি সেই সুখদীপ কাউরকেও রাখা হয়েছে এই সেলে। শুক্রবার প্রথম রাত কাটান তিনি সেখানে। কিন্তু রাতে জেল থেকে দেওয়া খাবারও মুখে তোলেননি হানিপ্রীত। তবে সুখদীপ কিছু খাবার খান।

হানিপ্রীতের উপর নজরদারির জন্য জেলের এক মহিলা কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই মহিলা কর্মী জানিয়েছেন, সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করছেন না পাপা কি অ্যাঞ্জেল হানিপ্রীত ইনসান। শুক্রবার তিনি জেলের মধ্যে অসুস্থ বোধ করেন। শেষ পর্যন্ত জেল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক রাখতে বাধ্য হন। তবে ওই চিকিৎসক হানিপ্রীতকে পরীক্ষা করে জানান, মানসিক উত্তেজনার কারণে সম্ভবত তার রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে। আপাতত সুস্থ রয়েছেন তিনি। জেলে আসার পর থেকে রাম রহিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুল হয়েছিলেন। জেলের আধিকারিকদের সেকথা জানিয়েও ছিলেন। যদিও সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি। হয়তো তাই রেগে গিয়েই সহযোগী সুখদীপের সঙ্গে ছাড়া আরও কারও সঙ্গে কথা বলছেন না তিনি।

উত্তর প্রদেশে ফের গণধর্ষণের শিকার হয়ে আত্মঘাতী কিশোরী

বাগপত, ১৫ অক্টোবর : চার মাস আগে পাঁচ ব্যক্তি ধর্ষণ করেছিল ১৫ বছরের কিশোরীটিকে। তারপর থেকে ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে। এমনকি গত মাসেও এই ঘটনা ফাঁস না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয় কিশোরীটিকে। সেই হুমকির মুখে পড়েই আত্মঘাতী হল কিশোরীটি।

পুলিশ প্রথমে দাবি করেছিল, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। পরে মেয়েটির পরিবার ও জনমতের চাপে মত পরিবর্তন করে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত। প্রসঙ্গত, চার মাস আগে মেয়েটির পরিবার তার ধর্ষণের কথা পুলিশকে জানায়। একটি মামলাও রুজু করে পুলিশ। কিন্তু এরপরই পরিবারের উপর মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য চাপ আসতে থাকে। চাপের মুখে কার্যত পুলিশও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পুলিশ তদন্তে ঢিলে দেয়। ধর্ষণকারীদের হুমকি আরও বাড়ে। মেয়েটি আত্মঘাতী হওয়ায় পর পুলিশ সুপার স্থানীয় থানার ইন-চার্জকে সাসপেন্ড করেছেন। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে পুলিশ সুপারের অফিস থেকে।

এদিকে মেয়েটির মা অভিযোগ করেছেন, চার মাস আগে তাকে তুলে নিয়ে যায় পাঁচ ব্যক্তি। পাঁচদিন পর রামালা থানার বাইরে মেয়েটিকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। জ্ঞান ফিরে আসার পর মেয়েটি জানায় পাঁচ ব্যক্তি অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে একটি ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে। এরপর গণধর্ষণ করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ওই ব্যক্তিরা মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়ার পরও ফের ধর্ষণের হুমকি দিতে থাকে। মেয়েটি তার মাকে সব কথা জানায়। পুলিশকেও জানানো হয়। যদিও আর কিছু ঘটনার আগেই আত্মঘাতী হল ধর্ষিতা মেয়েটি।

তেজা এক্সপ্রেসে রেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ২৪ যাত্রী

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : রেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। এ নিয়ে বিস্তর অভিযোগও রয়েছে যাত্রীদের। এমনকি রেলের তালিকায় অভিজাত ট্রেনগুলির প্যান্ট্রিকারের খাবার খেয়েও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যাত্রীরা।

এবার তেজা এক্সপ্রেসে প্যান্ট্রি কারের খাবার খেয়ে অসুস্থ হলেন ২৪ যাত্রী। ট্রেনটি কারমালি থেকে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস পর্যন্ত যায়। যাত্রীরা অভিযোগ করেছেন, অসুস্থ হওয়ার পর তাদের সকলকেই কোঙ্কনের চিপলুন শহরের লাইফ কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

রেলের অভিজাত ট্রেনগুলির তালিকায় রয়েছে এই তেজা এক্সপ্রেস। ট্রেনটি আর্ট ট্রেন হিসেবেও পরিচিত। গতি ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার। অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত এই ট্রেন বর্ষার মরশুমে সপ্তায় তিন দিন মুম্বই ও কারমালির মধ্যে যাতায়াত করে। বর্ষা ছাড়া অন্যান্য সময়ে সপ্তায় পাঁচ দিন যাতায়াত করে ট্রেনটি। তেজা এক্সপ্রেসের প্রতিটি কামরায় রয়েছে সিসিটিভি, স্মোক ও ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম। ১৯ কোচবিশিষ্ট ট্রেনটিতে রয়েছে বায়ো-ভ্যাকুয়াম টয়লেট। এছাড়া জিপিএস নির্ভর প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন ডিসপ্লে সিস্টেমও রয়েছে এই ট্রেনে। কোঙ্কন অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে মূলত পর্যটকরাই তেজা এক্সপ্রেসে যাতায়াত করেন। কারণ সারা পথের অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। এরকম একটি ট্রেনেও প্যান্ট্রি কারের খাবার খেয়ে ২৪ যাত্রী অসুস্থ হওয়ায় লজ্জা বাড়ল রেলের।

নাজিব আহমেদ নিখোঁজ রহস্যে এখনও অন্ধকারে সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ঠিক একবছর হয়ে গেল দিল্লির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাজিব আহমেদ ক্যাম্পাস থেকে নিখোঁজ। অথচ তাকে খুঁজে বের করার জন্য এখনও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই।

অথচ দিল্লি পুলিশের হাত থেকে এই নিখোঁজ রহস্য উদ্ধারের জন্যই দায়িত্ব দেওয়া হয় সিবিআইকে। জেএনইউ-এর বায়োটেকনোলজি এমএসসির মেধাবী ছাত্র নাজিব (২৭) ওই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাহী মাণ্ডবী হস্টেলে থাকত। ২০১৬ সালের ১৫ অক্টোবর বিজেপির ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে পড়ে নিখোঁজ হয় সে। নাজিবের বন্ধুরা জানিয়েছে হস্টেল থেকে কিছু ছাত্র তাকে ধরে নিয়ে যায়। নাজিবকে খুঁজে বের করতে পরিবারের সদস্যরা দরজা থেকে আর এক দরজায় মাথা কুটে মরছেন। কিন্তু ছেলের সন্ধান পাননি।নাজিব নিখোঁজের পরই একমাস কেটে যেতেই তার মা ফতিমা নাফিজ দিল্লি হাইকোর্টে যান। পুলিশ যাতে তাঁর ছেলেকে খুঁজে বের করে, সেই নির্দেশ দিতে তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। হাইকোর্ট সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি পুলিশকে সব দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে নাজিবকে খোঁজার নির্দেশ দেয়। রাজনীতির রং এড়িয়ে তাকে খুঁজে বের করার কথা বলা হয়।

কিন্তু দু'মাস পরেও যখন তারা খুঁজে বের করতে পারল না, তখন হাইকোর্ট ৯ সন্দেহজনক ছাত্রকে লাই ডিটেক্টরে বসানোর পরামর্শ দেয়। কারণ নিখোঁজ হওয়ার আগে তারাই তাকে মেরেছিল। কিন্তু পুলিশ ওই নয় ছাত্রকে নোটিস পাঠাতেই তারা লাই ডিটেক্টরে পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করে। এদিকে নাজিবের পরিবার দিল্লি হাইকোর্টে অভিযোগ করেন, দিল্লি পুলিশ প্রায় প্রতিদিন তাদের নানাভাবে হেনস্থা করছে। এমনকি উত্তর প্রদেশের বদাউনে তাদের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে।

দিল্লি পুলিশের উপর হতাশ হয়ে পরিবারের তরফে সিবিআই তদন্ত দাবি করা হয়। তবে পুলিশ ইতিমধ্যে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট দাখিল করে। তবে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্ট জানায়, তদন্তের কাজটি তাদের তদারকিতে হবে। ইতিমধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সন্দেহজনক এই নয় ছাত্রের লাই ডিটেক্টরে না বসার জন্য আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তাদের পলিগ্রাফ টেস্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

ইতিমধ্যে নাজিবের আত্মীয়দের কাছ থেকে তার মুক্তিপণ হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা চাওয়া হলে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়। দু'মাস পর ১৭ জুলাই তদন্তকারী আদালতের কাছে আরও সময় চায়। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সূত্রই পায়নি তারা।

চেন্নাইয়ের আভাদিতে কমব্যাট ভেহিকেলস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্টে সেনা-অফিসারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।